ফিক্বহী মাসআলায়
উৎকৃষ্ট মুক্তাদানা

প্রধান অফিস

কাটাখালী (দেওয়ানপাড়া মাদরাসা মোড়), রাজশাহী।

মোবাইল: ০১৯১২-০০৫১২১ (বিকাশ/নগদ-ব্যক্তিগত)

www.maktabatussunnah.org

email: maktabatussunnah19@gmail.com

শাখা অফিস

৩৪, নর্থ ব্রুক হল রোড (তৃতীয় তলা), বাংলা বাজার, ঢাকা ১১০০।

মোবাইল: ০১৭৬৭-৫৭০১৮৬ (বিকাশ/নগদ-ব্যক্তিগত)

প্রথম প্রকাশ: রবিউল আওয়াল ১৪৪৪ হিজরী

নির্ধারিত মূল্য: ১৮০ (একশত আশি) টাকা

الدرر البهية في المسائل الفقهية

আদ-দুরারুল বাহীয়্যাহ ফিল মাসাঈলিল ফিক্বহীয়্যাহ

المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني

মূল লেখক- মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দিল্লাহ আশ-শাওকানী আল ইয়ামানী।

অনুবাদঃ মোঃ তরিকুল ইসলাম

المُراجعة: محمد عبد الله شاهد

সম্পাদনায়ঃ শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী

মুহাদ্দিছঃ মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবীয়া, ঢাকা।

الناشر: مكتبة السنة

প্রকাশনায়ঃ মাকতাবাতুস সুন্নাহ

সূচিপত্র

দ্বিতীয় পর্ব: ছ্বলাত

তৃতীয় পর্ব: জানাযা

চতুর্থ পর্ব: যাকাত

পঞ্চম পর্ব: খুমুস (গণীমত বা গুপ্তধন থেকে এক পঞ্চমাংশ আদায় করা)।

ষষ্ঠ পর্বঃ ছিয়াম

সপ্তম পর্বঃ হাজ্জ

অষ্টম পর্বঃ নিকাহ বা বিবাহ

নবম পর্বঃ ত্বলাক

দশম পর্ব: ক্রয় বিক্রয় সম্পর্কে

একাদশ পর্ব: কসম সম্পর্কে

দ্বাদশ পর্ব: নযর বা মানত সম্পর্কে।

ত্রয়োদশ পর্বঃ খাদ্যদ্রব্য

চতুর্দশ পর্বঃ পানীয় সম্পর্কে

পঞ্চদশ পর্বঃ পোশাক পরিচ্ছদ

ষোড়শ পর্বঃ কুরবানী

সপ্তদশ পর্বঃ চিকিৎসা

অষ্টাদশ পর্বঃ উকিল বা প্রতিনিধি নিয়োগ করা।

উনবিংশ পর্বঃ দায়িত্ব গ্রহণ করা, জামিনদার হওয়া

প্রকাশকের নিবেদন

সব রকম প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই প্রাপ্য। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য আর কেউ নেই, তিনি অদ্বিতীয়, তার কোন শরীক নেই। আর আমরা এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দাস এবং তার প্রেরিত রসূল।

অতঃপর, **'আদ-দুরারুল বাহীয়্যাহ ফিল মাসাইলিল ফিক্বহীয়্যাহ'** সংক্ষিপ্ত পূর্ণাঙ্গ ফিক্বহ গ্রন্থ, যার লেখক ইমাম, ফক্বীহ মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দিল্লাহ আশ-শাওকানী আল ইয়ামানী রহিমাহুল্লাহ।

কুরআন, হাদীছের আলোকে লিখিত এ ফিক্বহ গ্রন্থটি ৩১ টি অধ্যায়ে বিভক্ত। লেখকের এ কিতাবটি নিয়ে আলেমগণ অনেক ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। সগুলোর মধ্যে উল্লখেযোগ্য-

১. রওদ্বাতুন নাদীয়া শারহিদ্দুরার আল-বাহীয়্যাহ- আল্লামা সিদ্দিক হাসান খান ভূপালী রহিমাহুল্লাহ।

২. শারহুদ দুরারিল বাহিয়্যা ফিল মাসাঈলিল ফিক্বহিয়্যাহ-যায়েদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হাদী আল-মাদখালী

৩. আত-তাইসীরাত আল-ফিক্বহীয়্যাহ ফি শারহিদ্দুরার আল-বাহীয়্যাহ- আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে হিযাম আল ফাদ্বলী আল 'বাদানী

৪. ফাদ্বলু রব্বিল বারীয়া ফি শারহিদ দুরারিল বাহিয়্যা-আবূল হাসান আলী ইবনে মুখতার আর রামাল্লী।

কুরআন ও হাদীছের আলোকে লিখিত অন্যান্য ফিক্বহ গ্রন্থ যেগুলো থেকে সহযোগিতা নেয়া হয়েছে।

১. আল লুবাব ফি ফিক্বহিস সুন্নাতি ওয়াল কিতাব -মুহাম্মাদ সুবহী ইবনে হাসান হাল্লাক। এটির অনুবাদের কাজ চলছে।

২. আল ওয়াজিয ফি ফিক্বহিস সুন্নাতি ওয়াল কিতাবিল আযিয- আব্দুল আযিম ইবনে বাদাভী ইবনে মুহাম্মদ

৩. মিসকুল খিতাম শারহু উমদাতিল আহকাম-আবূ আব্দিল্লাহ যায়েদ

ইবনে হাসান ইবনে ছ্বলেহ আল-ওয়া-ছ্বী

৪. ফাতহুল 'আল্লাম ফি দিরাসাতি আহাদিছী বুলূগিল মারাম- আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে হিযাম আল ফাদ্বলী আল 'বাদানী

৫. ছ্বহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ- আবূ মালিক কামাল ইবনে আস-সাইয়্যিদ সালিম

৬. আল-মাউসূআহ আল-ফিক্বহিয়্যাহ আল-মুইয়াসসারাহ-হুসাইন ইবনে আওদাহ আল-ওয়াইশাহ

বি.দ্র. প্রাসঙ্গিক সংযোজন অংশগুলো উপরোক্ত কিতাবগুলো থেকে সংযুক্ত করা হয়েছে।

অনুবাদক, সম্পাদক, প্রকাশকসহ সকল সহযোগিদের আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যেন উত্তম প্রতদিান প্রদান করেন এ দু'আ কামনা করছি।

প্রকাশক:

ডা. মোঃ মোশাররফ হোসেন এমবিবিএস, ডিএ

পরিচালক, মাকতাবাতুস সুন্নাহ। মোবাইল: ০১৯১২-০০৫১২১

ইমাম আশ-শাওকানী রহিমাহুল্লাহর জীবনী

বংশ ও জন্মস্থানঃ

শাওকানী নিজেই নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেনঃ "মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দিল্লাহ আশ শাওকানী, সানআনী"।

الشوكاني: শব্দটি দ্বারা মূলত 'হিজরাতু শাওকান' নামক গ্রাম উদ্দ্যেশ্য, যা খাওলান গোত্রের কোনো এক শাখা গোত্রের নিবাস 'হামীয়াহ' এর অন্তর্ভুক্ত গ্রামসমূহের একটি গ্রাম, যেই গ্রামের মাঝে আর সানআ শহরের মাঝে একদিনের দূরত্ব। আর সানআনী শব্দটি দ্বারা সানআ শহরের দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে, যেখানে তার পিতা স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছিল। 'হিজরাহ' (হিজরাতু শাওকান) অঞ্চলে জন্ম নেওয়ার পরে সেখানেই (সানআ শহরে) তিনি বড় হয়েছেন। বর্তমানে সানআ ইয়ামানের রাজধানী।

তার জন্ম ও লালনপালনঃ

শাওকানী তার আত্মজীবনী রচনায় নিজের জন্মতারিখ এর বর্ণনায় স্বীয় পিতার লিপি থেকে উদ্ধৃত করে বলেনঃ তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন – তার পিতার লিপিতে যেভাবে পেয়েছেন সেই অনুসারে – সোমবার দিবসের মধ্য-প্রহরে, যূল ক্বা'দাহ এর ২৮ তারীখে ১১৭৩ হিজরীতে। তার পিতা এবং তার নিজের পক্ষ থেকে এই উক্তির পরে তার জন্মতারিখ নিয়ে মতানৈক্যের কোনো সুযোগ নেই।

শিক্ষা জীবনে প্রবেশের পূর্বেই তিনি কুরআন হিফয করেছেন এবং কুরআনের তাজবীদ আয়ত্ত করেছেন। তিনি অনেক বড় বড় মতনসমূহ (কোনো শাস্ত্রের মৌলিক কিতাবসমূহ) মুখস্থ করেছেন যখন তার বয়স দশের কোঠায়ও পৌঁছেনি। এরপরে তিনি বড়বড় শায়েখদের সঙ্গে মিলিত হন, তিনি ইতিহাস অধ্যায়ন ও সাহিত্যের মাজলিসসমূহে অত্যধিক ব্যস্ত থাকতেন।

আর যখন আমরা জানতে পারলাম, তিনি বিশ বছর বয়সে ইফতা (ফতওয়া প্রদান করা) এর নেতৃত্বের আসন লাভ করেছেন, তখন বুঝতে পারলাম, এই ছাত্রের ছাত্রজীবন কেমন ছিল, যাকে তার পিতা কখনোই ইলম ছাড়া অন্য

কোনো বিষয়ে ব্যস্ত হওয়ার সুযোগ দেননি, যেমনিভাবে তাকে কখনোই তার বাবা সানআ থেকে বের হওয়ার সুযোগ দেননি।

দিনে ও রাতে তার দারসের সংখ্যা ছিল প্রায় তেরটি: যেগুলোর কিছু ছিল এমন: যা তিনি তার শায়েখদের থেকে গ্রহণ করতেন। কিছু দারস ছিল এমন: যা তার ছাত্রগণ তার কাছ থেকে গ্রহণ করত, এভাবেই এক মেয়াদকাল পর্যন্ত চলতে থাকে।

শাওকানী বিভিন্ন শাস্ত্র যেমন, ফিক্বহ ও উসূলুল ফিক্বহ, হাদীছ, ভাষা, তাফসীর, সাহিত্য ও মানত্বেক্ব ইত্যাদি শাস্ত্রের অনেকগুলো এমন কিতাবের কথা উল্লেখ করেছেন, যেগুলো তিনি বিখ্যাত আলেমদের সম্মুখে সংশোধন ও তাহক্বীক্বের উদ্দেশ্যে পাঠ করেছেন।

শিক্ষা জীবন:

(ইলম অর্জনের পথে) তার প্রখর মেধা ও সঞ্চারণশীল সভ্যতা তাকে হাদীছ ও উ'লূমুল হাদীছ, ফিক্বহ ও উসূলুল ফিক্বহ সহজেই আয়ত্ত করে ত্রিশ বছরের পূর্বেই তাক্বলীদ এর শিকল থেকে মুক্তিলাভ করা ও ইজতিহাদের দিকে মনোনিবেশ করতে সহযোগিতা করেছে।

এরপূর্বে তিনি ছিলেন যায়দীয়্যাহ মতবাদের অনুসারী, পরবর্তীতে তিনি মহা মনীষীদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন, তাক্বলীদ পরিত্যাগ করে কিতাব-সুন্নাহর আলোকে ইজতিহাদ এর ভিত্তিতে নিঃসৃত বিধিসমূহকে আঁকড়ে ধরার আন্দোলনের মহানায়ক ছিলেন। আর এই কারণেই তিনি আধুনিক যুগের প্রথম সারির মুজাদ্দিদগণের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হয়েছেন। আর ঐ সকল ব্যক্তিবর্গের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন, যারা আধুনিক যুগে মুসলিম উম্মাহকে জাগ্রত করার মহা সংগ্রামে নাম লিখিয়েছেন।

তিনি প্রাণহীনতার চাপ ও তাক্বলীদের অন্যায়কে ভালোভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন, যা চতুর্থ হিজরী পরবর্তী মুসলিম উম্মাহর (ঈমানের) উপর মরিচা ধরিয়ে দিয়েছিলো এবং 'আক্বীদাহকে ওলটপালট করার ক্ষেত্রে, বিদ'আহ এর বিস্তার ঘটানোর ক্ষেত্রে, বানোয়াট ও কুসংস্কারমূলক ধ্যানধারণার সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে এবং দীনি শিক্ষা থেকে মানুষের মুখ ফিরিয়ে নেওয়া ও ধ্বংসাত্মক ও পাপাচারমূলক বিষয়াবলীর প্রতি নিবেদিত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

যে বিষয়গুলো তাকে তাক্বলীদ ও স্থবিরতার বিরুদ্ধে ক্বলম ধরতে ও মুখে বলতে বাধ্য করেছিল, আর তার জীবন স্থির হয়ে গিয়েছিল এ জাতীয় ভ্রান্ত বানোয়াট মতবাদগুলোর সংস্কার এবং এ জাতীয় বাত্বিল আক্বীদাগুলো সংশোধনের চেষ্টায়। আমারা যথাসম্ভব এই ইলমী জীবনের দূরত্বের মাত্রাসমূহকে তিনটি লক্ষবস্তুতে বিভক্ত করে বর্ণনা করার চেষ্টা করব:

১. ইজতিহাদ করার এবং তাক্বলীদ পরিত্যাগের আহবান।

২. রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার ছাহাবা রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমদের যুগে বিদ্যমান সালাফদের অকৃত্রিম আক্বীদাহ এর পথে আহবান।

৩. ইসলামী আক্বীদাহ এর সাথে সাংঘর্ষিক প্রতিটি বিষয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার আহবান।

আর এই সকল আহবানের মূলে রয়েছে- জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানের উপযুক্ত বাস্তবায়ন।

বিচার বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ:

মুছত্বফা ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হিজরীর ১২০৯ তম বর্ষে ইয়েমেনের প্রধান ক্বাযী ইয়াহয়া ইবনে ছ্বলিহ আশ-শাজারী আস-সুহূলী মৃত্যুবরণ করেন, তিনি ছিলেন সাধারণ ও বিশেষ সর্বস্তরের মানুষের কেন্দ্রবিন্দু। তিনিই ছিলেন সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও বিধিবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে একমাত্র ব্যক্তি, তিনিই ছিলেন বাদশাহ ও মন্ত্রণালয়ের পরামর্শদাতা।

শাওকানী বলেন: আমি সেই সময়ে ইজতিহাদ ও ইফতা বিষয়ক শাস্ত্রগুলোর দারস প্রদান ও লেখনীর কাজে ব্যস্ত ছিলাম, মানুষের থেকে দূরে থাকতাম। বিশেষতঃ শাসকবৃন্দ ও রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ থেকে, কেননা আমি তাদের কারো সাথে কোনোভাবেই মিলিত হতাম না, আর ইলম ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে আমার কোনো প্রকার আগ্রহ ছিল না।

এরপরে উক্ত ক্বাযীর মৃত্যুর পরে প্রায় এক সপ্তাহ পর্যন্ত আমি তার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে আমার ছাত্রদের ব্যতীত আর কারোর কথা কল্পনা করিনি।

অতঃপর আমি মহামান্য প্রধান বিচারকের এই পদের বিষয়ে আমার সিদ্ধান্ত জানানোর জন্য যখন গেলাম, আমাকে জানানো হল যে, উক্ত বিচারকের

পদে আমার নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে, তখন আমি আমার ইলমের সাথে ব্যস্ত থাকার কথা জানালাম, তখন তিনি (প্রধান শাসক, যাকে তৎকালে খলীফা বলা হতো) বললেন: উভয় কাজই আপনি একত্রে সমাধান করতে পারবেন।

আর বিচারকমণ্ডলী যেই দুই দিবসে শাসকের দরবারে একত্রিত হন, সেই দুই দিবসে দরবারে আসা বিবাদসমূহের মীমাংসা করা ছাড়া আর অন্য কোনো কাজের দায়িত্ব আমাকে দেয়া হয়নি। তাই আমি বললাম: আমি আল্লাহর নিকট ইস্তিখারাহ করবো এবং গুণীজনের নিকট থেকে পরামর্শ নিবো, আর আল্লাহ তা'আলা যা নির্বাচন করেন, তাতে নিঃসন্দেহে কল্যাণ নিহিত আছে,

এরপরে যখন আমি তার কাছ থেকে চলে আসলাম, এক সপ্তাহ পর্যন্ত সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিলাম, কিন্তু আমার নিকট আগত ব্যক্তিদের অধিকাংশই ছিলেন এমন, যারা সানআ শহরের মানুষের নিকট আলেম বলে পরিচিত, তারা সকলেই একমত হয়ে বললেন, আপনার জন্য হ্যাঁ সূচক জবাব দেয়া ওয়াজিব। কারণ, তারা এই বড় পদ - যা ইয়েমেনের সর্বস্তরের মানুষের শারঈ বিধিবিধানের কেন্দ্রবিন্দু - এই ইলম ও দীনের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য নয়, এমন ব্যক্তির অনুপ্রবেশের ভয় পাচ্ছিলেন।

যে কারণে আমি আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে তারই উপর ভরসা করে এই মহান দায়িত্ব কবুল করে নিলাম। আমি আল্লাহর নিকট এই মর্মে প্রার্থনা করি যে, তিনি যেনো তার শক্তি ও সাহায্য দ্বারা আমাকে তার সন্তুষ্টির পথের দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। আমার মাঝে আর আমার সমূহ অপরাধের মাঝে যেন দূরত্ব সৃষ্টি করে দেন। আমার জন্য যেন তিনি কল্যাণ অর্জন সহজ করে দেন, চাই তা যেখানেই থাকুক না কেনো। আমার থেকে যেনো তিনি সকল অকল্যাণ দূর করে দেন। আর আমাকে যেনো তিনি ন্যায়ের আসনে অধিষ্ঠিত করেন। আর আমার জন্য যেনো তিনি দীন ও দুনিয়ার কল্যাণ নিহিত এমন কাজ নির্বাচন করে দেন।

এছাড়াও আল্লামা শাওকানী বিচারকার্যে নিয়োজিত হওয়ার মাঝে সুন্নাহ এর প্রচার, বিদ'আহ এর মূলোৎপাটন এবং সালাফদের পথে আহবান করার বড় সুযোগ দেখেছিলেন। যেমনিভাবে তিনি দেখেছিলেন বিচারকের এই গুরু পদ তাকে লক্ষ্য করে ধেয়ে আসা অনেক ঝড়-ঝাপটা থেকে অচিরেই তাকে সহযোগিতা করবে এবং তার অনুসারীদের জন্য তার সরল মতাদর্শগুলোকে ও তার সঠিক মত ও পথকে প্রচার করার কাজকে সহজ করে দিবে।

ঐ তিনজন শাসক, যাদের আমলে আল্লামা শাওকানী গুরু বিচারকের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং মৃত্যু আসা পর্যন্ত তাকে কখনো বরখাস্ত করা হয়নি, তারা হলেন:

১. আল মানছুর আলী ইবনুল মাহদী আব্বাস, যিনি ১১৫১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং ১২২৪ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেছেন। তার খিলাফত ২৫ বছর পর্যন্ত স্থায়ী ছিল।

২. তারই (প্রাক্তন খলীফা) সন্তান আল মুতাওাক্কিল আলী ইবনে আহমাদ ইবনে আল মানছুর আলী, যিনি ১১৭০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং ১২৩১ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেছেন। তার খিলাফত প্রায় ৭ বছর পর্যন্ত স্থায়ী ছিল।

৩. আল মাহদী আব্দুল্লাহ, যিনি ১২০৮ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং ১২৫১ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেছেন। তার খিলাফত ২০ বছর পর্যন্ত স্থায়ী ছিল।

শাওকানীর বিচারকের পদ গ্রহণ সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে অনেক বড় অর্জন ছিল। কারণ, তিনি সুস্পষ্টরূপে ন্যায়বিচারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং যালেমের থেকে নিয়ে মাযলুমকে তার যথাযথ হক্ব ফিরিয়ে দিয়েছেন, ঘুষ (সমাজ থেকে) বিদূরীত করেছেন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে হালকা করে দিয়েছেন এবং মানুষকে ক্বুরআন ও সুন্নাহর প্রতি আহবান করেছেন। তবে এই দায়ভার তাকে তার ইলমী তাহক্বীক্ব থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে, যা স্পষ্টতই বোঝা যাবে, যখন কোনো ব্যক্তি তার বিচারকের দায়ভার গ্রহণের পূর্বের ও পরের গ্রন্থগুলো অধ্যয়ন করবে, তখন সে স্পষ্ট পার্থক্য দেখতে পাবে।

তার লিখিত গ্রন্থসমূহ:

১. আদ্দারারিল মুদ্বীয়্যাহ শারহুদ্দুরারিল বাহীয়্যাহ ফিল মাসায়িলিল ফিক্বহীয়্যাহ (الدراري المضية شرح الدرر البهية في المسائل الفقهية)

২. ওয়াবলুল গমাম আলা শিফা’য়িল উওয়াম (وبل الغمام على شفاء الأوام)

৩. আদাবুত ত্বলাব ওয়া মুন্তাহাল আরাব (أدب الطلب، ومنتهى الأرب)

৪. আস-সায়লুল জাররার আল-মুতাদাফফিক্ব আলা হাদা'য়িক্বিল আযহার (السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار)

৫. আল ফাওয়া'ইদুল মাজমূ'আহ ফিল আহাদীছিল মাওদ্বূ'আহ

৬. দাররুস সাহাবাহ ফী মানাক্বিবিল ক্বারাবাতি ওয়াছ্ব ছ্বাহাবাহ

৭. আল বাদরুত্ব ত্বালি' বি মাহাসিনা মিম বা'দিল ক্বরনিস সাবি'

৮. ইরশাদুল ফুহূল ইলা তাহক্বীক্বিল হাক্বি মিন ইলমিল উসূল (إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول)

৯. তুহফাতুয যাকিরীন বি'ইদ্দাতিল হিছ্বনিল হাছ্বীন মিন কালামি সায়্যিদিল মুরসালিন

১০. ক্বত্বরুল ওয়ালী আলা হাদীসিল ওয়ালী, অথবা বিলায়াতুল্লহি ওয়াত্ব ত্বরিক্বু ইলাইহা

১১. নায়লুল আওত্বার মিন আসরারি মুন্তাক্বাল আখবার (نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار)

১২. ফাতহুল ক্বাদীর আল জামে' বায়না ফান্নাইর রিওয়ায়াহ ওয়াদ্দিরায়াহ মিন ইলমিত তাফসীর

১৩. আল ফাতহুর রাব্বানী মিন ফাতাওয়া আশ-শাওকানী

১৪. আল-ক্বওলুল মুফীদ ফি আদিল্লাতিল ইজতিহাদ ওয়াত তাক্বলীদ (القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد)-মাকতাবাতুস সুন্নাহ হতে অনূদিত

মৃত্যুঃ তিনি ১২৫০ হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন।

আল্লামা নাসিরুদ্দিন আলবানী রচিত তামামুল মিন্না কিতাব হতে গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানগর্ভ মূলনীতিসমূহ

যে ব্যক্তি সুন্নাহর বিষয়ে পান্ডিত্য অর্জন করতে চায়, সে এই মূলনীতিগুলোর মুখাপেক্ষী, বিশেষ করে গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে এগুলো আবশ্যক।

প্রথম মূলনীতি: শায হাদীছ প্রত্যাখ্যান করা। শায হাদীছ হলো গ্রহণযোগ্য বিশ্বস্ত কোন রাবীর বর্ণনা, মুহাদ্দীছগণের নিকট নির্ভরযোগ্য, তার চেয়ে অধিক গ্রহণযোগ্য ও বিশ্বস্ত রাবীর বিপরীত বর্ণনা।

দ্বিতীয় মূলনীতি: মুযত্বরাব হাদীছ প্রত্যাখ্যান করা। যে হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে রাবীদের বৈপরিত্য এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, বৈপরিত্যের মাঝে কোন ধরনের সামঞ্জস্য করা সম্ভব নয়, তখন সেই হাদীছকে মুযত্বরাব হাদীছ বলে।

তৃতীয় মূলনীতি: মুদাল্লাস হাদীছ প্রত্যাখ্যান করা। যে হাদীছকে একজন রাবী তার শাইখের নিকট থেকে বর্ণনা করেন, অথচ তিনি তা তার এই শাইখের নিকট থেকে শুনেননি। যদিও তিনি অন্য অনেক হাদীছ এই শাইখের নিকট থেকে শুনেছেন। এরকম হাদীছকে 'মুদাল্লাস' হাদীছ বলে।

চতুর্থ মূলনীতি: মাজহূল রাবীর হাদীছ প্রত্যাখ্যান করা। যে রাবীর নাম ও অবস্থা সম্পর্কে জানা যায় না তাকে মাজহূল বলা হয়।

পঞ্চম মূলনীতি: ইবনু হিব্বান (রহি) এর (কোন রাবীকে) বিশ্বস্ত বলার ওপর নির্ভর না করা।

ষষ্ঠ মূলনীতি: (কোন হাদীছের) রাবীগুলো 'রিজুলুছ ছহীহ' (যে রাবীদেরকে ইমাম বুখারী তার ছহীহ বুখারীতে এবং ইমাম মুসলিম তার ছহীহ মুসলিমে বর্ণনা করেছেন**) হলেই সেই হাদীছ ছহীহ হয় না।**

সপ্তম মূলনীতি: (কোন হাদীছ সম্পর্কে) আবূ দাউদ (রহি) এর নীরব থাকার ওপর নির্ভর না করা।

অষ্টম মূলনীতিঃ ‘আল জামিউছ ছগীর’ কিতাবে ইমাম সুয়ূতীর সংকেত চিহ্নকে নির্ভরযোগ্য বলা যাবে না।

নবম মূলনীতিঃ ‘আত তারগীব’ কিতাবে ইমাম মুনযিরী (রহি) এর কোন হাদীছের ব্যাপারে নীরব থাকাটাই সেই হাদীছকে শক্তিশালী বলা উদ্দেশ্য নয়।

দশম মূলনীতিঃ অনেক সূত্রের মাধ্যমে হাদীছ শক্তিশালী হয়, এটি সর্বক্ষেত্রে সঠিক নয়।

একাদশ মূলনীতিঃ যঈফ হাদীছের দুর্বলতা বর্ণনা করা ছাড়া সেটি বর্ণনা করা জায়িয নয়।

দ্বাদশ মূলনীতিঃ ‘ফাযায়েলে আমল’ সম্পর্কে বর্ণিত যঈফ হাদীছের ওপর আমল পরিত্যাগ করা।

ত্রয়োদশ মূলনীতিঃ যঈফ হাদীছের ক্ষেত্রে বলা যাবে না যে, নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন অথবা নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে ইত্যাদি।

চতুর্দশ মূলনীতিঃ ছহীহ হাদীছের ওপর আমল করা ফরয, যদিও অন্য কেউ সেই অনুযায়ী আমল না করে।

পঞ্চাদশ মূলনীতিঃ কোন একজনের উদ্দেশ্যে শরী‘আত প্রণেতার পক্ষ থেকে কোন আদেশ আসলে তা উম্মতের সকলের জন্যই প্রযোজ্য।

নির্ভরযোগ্য ১০টি ফিকহী নীতিমালা

ফাতহুল 'আল্লাম ফি দিরাসাতি আহাদিছী বুলূগিল মারাম- আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে হিযাম আল ফাদ্বলী আল 'বাদানী

১. কর্মসমূহ উদ্দেশ্যের ওপর নির্ভর করে। অতএব প্রত্যেক কাজে নিয়্যাত আবশ্যক: কারণ হলো দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির সমস্ত কথা ও কাজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পার্থক্যের কারণে সেগুলোর ফলাফল ও শারঈ বিধিবিধানের পার্থক্য হয়। এই মূলনীতির দলীল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী। তিনি বলেন,

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ

আর কেউ আল্লাহর পথে হিজরত করলে সে এই জমিনে বহু আশ্রয়স্থল ও প্রাচুর্য পাবে। আর কেউ আল্লাহ ও তার রসূলের উদ্দেশ্যে নিজ ঘর থেকে মুহাজির হয়ে বের হবার পর তার মৃত্যু ঘটলে তার পুরস্কারের ভার আল্লাহর ওপর । (সূরা আন নিসা ৪:১০০)

আরো দলীল হলো বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত উমার ইবনে খাত্তাব (রা) এর হাদীছ। যাতে আছে, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى

প্রত্যেক কাজ নিয়্যাতের ওপর নির্ভর করে। আর প্রত্যেকে সেটাই পায় যার জন্যে সে নিয়্যাত করে। (ছহীহ বুখারী, হা/১, ছহীহ মুসলিম, হা/২৮)। এই মূলনীতির পক্ষে কুরআন ও সুন্নাহতে আরো অনেক দলীল বিদ্যমান।

২. কারো ক্ষতি করাও বৈধ নয়, আর নিজেকে ক্ষতির সম্মুখীন করাও বৈধ নয়: এর অর্থ হলো যেসব কথা ও কাজে অন্যায়ভাবে অন্যের ক্ষতি হয় সেসব কাজকে শরী'আত হারাম করেছে।

এই মূলনীতির দলীল হলো নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী যাতে তিনি বলেছেন,

لا ضرر ولا ضرار

কারো ক্ষতি করাও বৈধ নয়, আর নিজেকে ক্ষতির সম্মুখীন করাও বৈধ নয়। (অন্য সমর্থক হাদীছ থাকার কারণে হাদীছটি হাসান। ইবনু মাজাহ, হা/২৩৪১, মুসনাদে আহমাদ-১/৩১৩)

৩. কঠিনই সহজকে নিয়ে আসে: এর অর্থ হলো যেসব বিধিবিধান পালন করতে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিজের ওপর বা তার সম্পদে কষ্ট ও জটিলতা তৈরি হয় শরী'আত সেগুলোকে সহজ করেছে। আর সেটি হলো দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি তার শক্তি ও সামর্থ অনুযায়ী তা পালন করবে। এই মূলনীতির দলীল হলো আল্লাহ ত'আলার বাণী। তিনি বলেন,

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্যে সহজ চান, তিনি তোমাদের জন্যে কঠিন চান না। (সূরা আল বাকারা ২:১৮৫)। তিনি আরো বলেন,

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

দীনের ব্যাপারে তিনি তোমাদের ওপর কোন কঠোরতা আরোপ করেননি। (সূরা আল হাজ্জ ২২:৭৮)

৪. সন্দেহ দৃঢ় বিশ্বাসকে দূর করতে পারে না: এর অর্থ হলো নিশ্চিত ও স্পষ্ট দলীল ছাড়া শুধু সন্দেহের কারণে দৃঢ় বিশ্বাসকৃত বিষয়টিকে ছেড়ে দেয়া যাবে না।

বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আব্দুল্লাহ ইবনে জায়েদ (রা) এর হাদীছটি এই মূলনীতির দলীল। তাতে আছে, একদা নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হল যে, তার মনে হয় যে ছলাতের মধ্যে (পায়খানার রাস্তা দিয়ে) কিছু বের হয়। তিনি ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, শব্দ শোনা বা দুর্গন্ধ না পাওয়া পর্যন্ত সে যেন বের হয়ে না যায়। (ছহীহ বুখারী, হা/১৩৭,)। ছহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রাহ (রা) থেকে এরকম হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। (ছহীহ মুসলিম, হা/৯৮)

৫. (স্পষ্ট কুরআন ও সুন্নাহ না থাকলে) লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রচলিত রীতিই অনুসরণ করা হবে: অর্থাৎ লেনদেন ও আদান প্রদানের ক্ষেত্রে যেসব রীতিতে মানুষ অভ্যস্ত সেসব রীতিই লেনদেনের বিধিবিধানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। অনুরূপভাবে যেখানে স্পষ্ট শরী'আতের ও ভাষাগত দিকদিয়ে দলীল নেই সেখানে প্রচলিত রীতি নীতিকেই গ্রহণ করা হবে।

এই মূলনীতির দলীল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী, তিনি বলেন,

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

তোমরা তাদের সাথে সৎভাবে জীবনযাপন করবে। (সূরা আন নিসা ৪:১৯)

তিনি আরো বলেন,

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

আর নারীদের তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের ওপর পুরুষদের। (সূরা আল বাকারা ২:২২৮) । তিনি আরো বলেন,

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

আর পিতার দায়িত্ব হলো যথাবিধি সন্তানের মায়েদেরকে খাবার ও পোশাক প্রদান করা। সূরা আল বাকারা ২:২৩৩) ।

নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিনতে উতবাহকে বলেছিলেন,

خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك، ويكفي بنيك

ন্যায়সংগতভাবে আবু সুফিয়ানের সম্পদ থেকে গ্রহণ করো যেটা তোমার আর তোমার সন্তানের জন্যে যথেষ্ট হবে। (ছহীহ বুখারী, হা/২২১১, ছহীহ মুসলিম, হা/১৭১৪)

৬. কুরআন ও সুন্নাহকে 'আম বা সাধারণ অর্থেই গ্রহণ করা হবে। তবে যদি খাছ বা নির্দিষ্ট হওয়ার দলীল থাকে তবে খাছ অর্থই গ্রহণ করা হবে।

এই মূলনীতির দলীল হলো বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত বারা ইবনে আযেব (রা) এর হাদীছ। তাতে আছে,

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

'বিশ্বাসীদের মধ্যে যারা ঘরে বসে থাকে আর যারা আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করে তারা সমান নয়' (সূরা আন নিসা ৪:৯৫)

এই আয়াত যখন নাযিল হলো তখন নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়েদ (রা) কে ডেকে তা লিখতে বললেন। এমন সময় ইবনে উম্মে

মাকতুম (রা) এসে তার ওজরের বিষয়ে অভিযোগ করলেন। তখন غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ 'যারা অক্ষম নয়' এই অংশটুকু নাযিল হলো। (ছহীহ বুখারী, হা/২৮৩১, ছহীহ মুসলিম, হা/১৮৯৮)

৭. যেসব ইবাদত স্বত্তাগতভাবে নিষিদ্ধ সেই ইবাদত কেউ করলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে: এর উদাহরণ হলো ঈদের দিন ছিয়াম রাখা ও নিষিদ্ধ সময়ে ছ্বলাত আদায় করা নিষেধ।

আর অন্য কোন কারণে ইবাদত নিষিদ্ধ হওয়ার উদাহরণ হলো স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীর নফল ছিয়াম রাখা নিষেধ।

এই মূলনীতির দলীল হলো ছহীহ মুসলিমে বর্ণিত আয়েশা (রা) হাদীছ। তাতে আছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

من عمل عملًا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد

কেউ যদি এমন আমল করে যাতে আমাদের নির্দেশনা নেই তবে সেটা বর্জনীয়। (ছহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮,)

৮. ইবাদতের মূল হলো হারাম হওয়া। অতএব আল্লাহ ও তাঁর রসূল যেসব ইবাদত বিধিবদ্ধ করেছেন সেগুলোই শুধু জায়েয হবে: এর অর্থ হলো ইবাদত হলো তাওক্বীফীয়্যাহ বা সুনির্দিষ্ট। অতএব যেসব ইবাদত বিধিবদ্ধ করা হয়েছে সেগুলোর মাধ্যমেই আল্লাহর ইবাদত করতে হবে। আর আল্লাহ তা'আলা যেই পদ্ধতিতে চেয়েছেন সেই পদ্ধতিতেই হতে হবে।

এই মূলনীতির দলীল হলো বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আয়েশা (রা) হাদীছ। তাতে আছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو رد

কেউ যদি এমন কিছু উদ্ভাবন করে যেটা আমাদের দীনে নেই তবে সেটা বর্জনীয়। (ছহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮)

৯. ইবাদত ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে মূল হলো তা হালাল হওয়া। অতএব আল্লাহ ও তার রসূল যেগুলো হারাম করেছেন সেগুলো ব্যতীত অন্যগুলো হালাল: এর দলীল হলো, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

আল্লাহ তা'আলা এই জমিনের সবকিছু তোমাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আল বাকারা ২:২৯) তিনি আরো বলেন,

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ

হে নাবী আপনি বলুন, আল্লাহ নিজের বান্দাদের জন্যে যেসব শোভার বস্তু ও বিশুদ্ধ জীবিকা সৃষ্টি করেছেন তা কে হারাম করেছে? (সূরা আল আরাফ ৭:৩২)

১০. শরী'আত অনুমোদিত কাজে ক্ষতিপূরণ নেই: এর অর্থ হলো যেসব কাজ শরী'আত অনুমোদন করেছে, তাতে যদি কোন ক্ষয়-ক্ষতি হয় তবে তাতে কোন ক্ষতিপূরণ নেই। (যেমন, কুপ খনন করার পরে কেউ যদি তাতে পড়ে মারা যায় তবে কুপের মালিকের ওপর কোন ক্ষতিপূরণ নেই।)

এই মূলনীতির দলীল হলো, বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আলী (রা) এর হাদীছ। তাতে আছে, আলী (রা) বলেন, আমি কাউকে শরীয়তের দণ্ড দেয়ার সময় সে তাতে মারা গেলে আমার কোন দুঃখ নেই। কিন্তু মদপানকারী মারা গেলে আমি তার ক্ষতিপূরণ দিয়ে থাকি। কারণ নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদপানকারীর শাস্তির ব্যাপারে কোন সীমা নির্ধারণ করেননি। (ছহীহ বুখারী, হা/৬৭৭৮)

এটা জেনে রাখা দরকার যে, ফিকহী নীতিমালা দিয়ে দলীল পেশ করার আগে সেগুলোকেই দলীল দিয়ে প্রমাণ করতে হবে। আর সেই দলীল প্রমাণে কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার ওপর নির্ভর করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ

তোমাদের রবের পক্ষ হতে যা নাযিল হয়েছে তোমরা তার অনুসরণ কর এবং তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না। (সূরা আল আরাফ:৩)।

নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মাতকে কখনোই গোমরাহীর ওপর একত্রিত করবেন না। ইমাম হাকিম ইবনে আব্বাস থেকে ছহীহ সনদে এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

ইমাম শাওকানী রহিমাহুল্লাহর ভূমিকা

আমি সেই সত্তার প্রশংসা করছি, যিনি আমাদেরকে দীনের জ্ঞানার্জনের আদেশ করেছেন, আর সেই সত্তারই শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি আমাদেরকে রসূলগণের নেতা মুহাম্মাদ **ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** এর আদর্শসমূহ অনুসরণের পথ প্রদর্শন করেছেন। আর আমি ছালাত ও সালাম পেশ করছি বিশ্বস্ত রসূল মুহাম্মাদ **ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** এর ওপর, তার পবিত্র পরিবার পরিজনের ওপর এবং তার সম্মানীত ছাহাবীগণের ওপর।

الكتاب الأول: كتاب الطهارة

প্রথম পর্বঃ পবিত্রতা

[الباب الأول] : [أقسام المياه]

প্রথম অধ্যায়ঃ পানির প্রকারভেদ

❖ পানি পবিত্র ও পবিত্রকারী।[১]

❖ পানির এই বৈশিষ্ট্যই থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন অপবিত্র কোন কিছুর কারণে তার গন্ধ বা রং বা স্বাদের কোন পরিবর্তন না হবে।[২]

❖ পানি তখনই তার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য (পবিত্রকারী) হারাবে, যখন কোন পবিত্র বস্তু তাতে পড়ে তা পরিবর্তন হয়ে সাধারণ পানি নাম আর থাকবে না (যেমন চা, কফি, শরবত ইত্যাদি। এগুলো পবিত্র, কিন্তু অন্যকে পবিত্র করতে পারবে না)।[৩] এই বিধানে পানির পরিমাণ কম

---

[১] ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৪৪, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৫৯৮, ইবনে মাজাহ হা/৩৮৬।

[২] এ বিষয়ে ইজমা আছে। ইবনে মুনজির- আল ইজমা, ইমাম নববী-মাজমূ, ইবনে কুদামা-মুগনী।

[৩] অধিকাংশ (জমহুর) আলেমের মতে, পানি তিন প্রকারঃ

না বেশি, দুই কুল্লার বেশি না তার চেয়ে কম, চলমান না আবদ্ধ, ব্যবহৃত না অব্যবহৃত এগুলোর মাঝে কোন পার্থক্য নেই।[৪]

[الباب الثاني: النجاسات]

দ্বিতীয় অধ্যায়: অপবিত্রতা

[الفصل الأول: أحكام النجاسات]

প্রথম পরিচ্ছেদ: অপবিত্রতার বিধি বিধান

নাপাক বস্তুগুলো হলো:

১-২. মানুষের সর্বপ্রকার মল ও মূত্র,[৫] তবে দুগ্ধপানকারী ছেলে **শিশুর**[৬] মূত্র নাপাক নয়।

৩. কুকুরের লালা[৭]

ক. ত্বহুর (الطهور): যেই পানি পবিত্র হওয়ার পাশাপাশি অন্যকেও পবিত্র করতে পারে।

খ. ত্বহির (الطاهر): যেই পানি পবিত্র, কিন্তু অন্যকে পবিত্র করতে পারে না।

গ. নাজাস (النجس): যেই পানি পবিত্র নয়, আর অন্যকেও পবিত্র করতে পারে না। ফাতহুল আল্লাম।

[৪] পানির সাথে নাপাকি মিশ্রিত হওয়ার কারণে যদি পানির কোন একটি বৈশিষ্ট্য (গন্ধ বা রং বা স্বাদ) পরিবর্তিত হয়ে যায়, তবে পানি অবশ্যই নাপাক হয়ে যাবে।

[৫] আবূ দাউদ হা/৩৮৫-৩৮৬, ছ্বহীহ লি গাইরিহী, ছ্বহীহ বুখারী হা/২২১, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৮৪, তিরমিযী হা/১৪৮, ইবনে মাজাহ হা/৫২৮।

[৬] মেয়ে শিশুদের পেশাব ধৌত করতে হবে এবং ছেলে শিশুদের পেশাবে পানি ছিটিয়ে দিতে হবে। ছ্বহীহ লিগায়রিহী, আবূ দাউদ হা/৩৭৬, নাসাঈ ১/১৫৮; ইবনে মাজাহ হা/৫২৬। দুগ্ধপানকারী পুরুষ শিশুসন্তানদের মূত্র নাপাক। তবে এটি নাপাক হলেও পবিত্রতার ক্ষেত্রে এর বিধান অন্যান্য নাপাকির তুলনায় শিথিলযোগ্য। দুগ্ধপানকারী শিশু দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এমন শিশু, যে সম্পূর্ণরূপে দুধপানের উপরই নির্ভরশীল। আত-তাইসীরাত আল ফিক্বহীয়্যাহ ফি শারহিদ্দুরার আল বাহীয়্যাহ।

৪. (হারাম) পশুর মল[৮]

৫. হায়যের রক্ত[৯]

৬. শূকরের গোশত।[১০]

[৭. ওদি: পেশাব বা পায়খানা করার সময় পুরুষাঙ্গ দিয়ে যে তরল পদার্থ নির্গত হয়][১১]

[৮. মযি: কাম উত্তেজনা বশত পুরুষাঙ্গ দিয়ে যে তরল পদার্থ নির্গত হয়][১২]

[৯. মৃত প্রাণী: যা যবেহ করা ছাড়াই মৃত্যু হয়েছে বা শারঈভাবে যবেহ করা হয়নি।][১৩]

এছাড়া আর যত প্রকারের নাপাক বস্তু আছে, সেগুলো মতভেদপূর্ণ।[১৪]

❖ প্রতিটি বস্তুর মূল অবস্থা হল তা পবিত্র। সুতরাং কোনো বস্তুই অপবিত্র হবে না সঠিক প্রমাণ ব্যতীত, যে প্রমাণ এর বিপরীতে তার সমপরিমাণ অথবা তার চেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ না থাকবে।

---

[৭] ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৭৯

[৮] ছ্বহীহ বুখারী হা/১৫৬, তিরমিযী হা/১৭, ইবনে মাজাহ হা/১১৪। যেসব পশুর গোস্ত হালাল সেগুলোর মল -মূত্র পবিত্র। ছ্বহীহ বুখারী হা/২৩৩, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৬৭১।

[৯] আবূ দাউদ হা/৩৬০-৩৬১, ছ্বহীহ, ছ্বহীহ বুখারী হা/৩০৭, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৯১, তিরমিযী হা/১৩৮।

[১০] সূরা আল আন-আম ৬:১৪৫

[১১] আল মাজমূ ২/৫৫২, ওদি ও মযি নাপাক হওয়ার ব্যাপারে ইজমা আছে। সুনানুল কুবরা ১/১১০, হাসান। ছ্বহীহ বুখারী হা/২৬৯, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৯১। সংযুক্ত করা হয়েছে।

[১২] ছ্বহীহ, ছ্বহীহ বুখারী হা/২৬৯, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৩০৬, সংযুক্ত করা হয়েছে।

[১৩] ছ্বহীহ মুসলিম হা/৩৬৬, তিরমিযী হা/১৭২৮, ইবনে মাজাহ হা/২৬০৯। সূরা আল আন-আম ৬:১৪৫, সংযুক্ত করা হয়েছে।

[১৪] মনি/বীর্য পবিত্র, রক্ত পবিত্র, মদ পবিত্র। প্রত্যেক হারাম বস্তু অপবিত্র নয়, কিন্তু প্রত্যেক অপবিত্র বস্তু হারাম। ফাদ্বলু রব্বিল বারীয়া, আত-তাইসীরাত আল-ফিক্বহীয়্যাহ।